ভরতের ভ্রাতৃভক্তি

---কৃত্তিবাস ওঝা

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : **(প্রশ্নের মান - ৫)**

প্রশ্ন : 'ভরতের ভ্রাতৃভক্তি' কবিতা অবলম্বনে ভরতের ভ্রাতৃভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে লেখো।

অথবা, 'ভরতের ভ্রাতৃভক্তি' কবিতার মূলভাবটি নিজের ভাষায় লেখো।

উত্তর : কবি কৃত্তিবাস ওঝার লেখা 'রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে'র অন্তর্গত 'ভরতের ভ্রাতৃভক্তি' কবিতাংশে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরতের ভ্রাতৃভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল --

পিতৃআজ্ঞা পালনে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে পর্ণশালা নির্মাণ করে বসবাস করছেন, এমন এক সময়ে ভরত এবং শত্রুঘ্ন দীনবেশে সেই আশ্রমেতে প্রবেশ করেন। ভরতের গলায় বস্ত্র, চোখে জল, মলিন শরীরে শ্রীরামের চরণ-কমলে পড়ে দাদাকে অনুরোধ করলেন রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য এবং তার সঙ্গে নিজের মায়ের উপর সামান্য বিরূপ হয়ে এও জানালেন যে স্বভাবত নারী জাতি অল্পবুদ্ধি ধরে তাদের কথায় কেউ দেশান্তরে গমন করে না। তিনি দাদাকে অযোধ্যার ভূষণ ও অযোধ্যার সার সম্ভাষণ করে বলেন যে

Scanned with CamScanner

- তাঁকে ছাড়া অযোধ্যাবাসী দিবসে অন্ধকার দেখছে এবং প্রতীক্ষা করছে কবে প্রভু পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করে রাজ্যবাসীকে তাঁর আজ্ঞানুসারে দাসবৎ কর্ম করাবে। ভরত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, প্রজাপালন, রাজ্য পরিচালনা তাঁর কর্ম নয়।

একথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র জানান যে, তিনি তাঁর এই চৌদ্দ বছরের প্রতিজ্ঞা পূরণ করে তবেই প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তৎসত্ত্বে ভরতকে আদেশ দেন তিনি যেন সেইমাত্র রাজ্যে ফিরে গিয়ে শূন্য সিংহাসনের দায়ভার গ্রহণ করেন। যেহেতু রামচন্দ্র দৃঢ় সংকল্প সেহেতু অগত্যা রামের পাদুকা নিয়ে ভরত প্রফুল্ল চিত্তে আদেশ পালনে অযোধ্যায় ফিরে যান এবং রাজসিংহাসনের ওপরে পাদুকা স্থাপন করে রাজকার্য পরিচালনা করে ।

এইভাবে ভরত তাঁর দাদা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভ্রাতৃভক্তির পরিচয় দেন ।

Scanned with CamScanner